জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থাগার

-নুসরাত জাহান চম্পা

জ্ঞানের উত্স হলো বই। আর বইয়ের উত্স হলো লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার। মানুষের জ্ঞান-সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল হলো এই লাইব্রেরি। লাইব্রেরি মানুষকে করে তোলে বইয়ের পড়ার প্রতি আগ্রহী, স্বশিক্ষিত এবং রুচিশীল। নানা ধরনের খবর, পেশা ও জীবিকা বিষয়ক তথ্য এবং নির্মল বিনোদনের আধার হচ্ছে লাইব্রেরি। কথাসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা স্কুল-কলেজের চেয়ে বেশি'। কারণ লাইব্রেরি একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠান এবং এটা মানুষের মধ্যে সামাজিকতা, নৈতিকতা, অধিকার ও কর্তব্যবোধ, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা ও কুসংস্কারের বিপরীতে সুষ্ঠু মানসিকতা গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। মোটকথা, কোনো জাতি গঠনের ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষকে সমৃদ্ধ করে তুলতে লাইব্রেরির ভূমিকা অনেকখানি। লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভব করেছিল সেই সুদূর অতীতেই। প্রাচীনকাল থেকেই পুঁথি সংরক্ষণের প্রথা ছিল। এসব পুঁথি লেখা হতো তালপাতায়, গাছের বাকলে, পশুর চামড়ায়, আবার কখনো পাথরে ও টেরাকোটা পদ্ধতিতে। সাধারণত এই পুঁথিগুলো সংরক্ষণ করা হতো বিভিন্ন ধর্মগৃহে বা বিহারে অথবা উপসনালয়ে। তবে বিশ্বের প্রথম লাইব্রেরির ধারণা শুরু করা হয়েছিল প্রাচীন মিসরে। তখন উপাসনার পাশাপাশি তাত্ত্বিক আলোচনা বা জ্ঞান প্রসারের জন্য পুরোহিতদের নিজেদের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস বা তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারই জের ধরে মিসরের এক মন্দিরে শুরু এই গ্রন্থাগার-প্রথা! তারা মাটির টেবিল বানিয়ে সেখানে বিষয় অনুসারে আলাদা আলাদা করে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও জিনিসগুলো রাখতেন। তার ফলে কিছু তাত্ত্বিক জিনিস, ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি ও ধর্মীয়গ্রন্থের সমন্বয়ে একটি আর্কাইভের মতো গঠিত হয়। পরবর্তীতে মিসরের লাইব্রেরির এই ধারণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিহারে বহু প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। মধ্যযুগে বাংলার হোসেন শাহি রাজবংশ সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য খ্যাতিলাভ করেন এবং তাঁরা রাজকীয় গ্রন্থাগারও স্থাপন করেন। ১৭৮০ সালে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া কলকাতা মাদ্রাসা এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও গড়ে ওঠে পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত বইয়ের সংগ্রহশালা। মুক্ত জ্ঞানচর্চার প্রসার এদেশে প্রথমবারের

মতো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এটা ছিল মানববিদ্যা ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অঙ্গের মতো। তাই সারা বাংলাদেশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য লাইব্রেরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তো বটেই মুক্ত জ্ঞানচর্চার জন্যেও রয়েছে অনেক লাইব্রেরি। শেরে বাংলা নগরে ১৮৮৫ সালে স্থাপিত ন্যাশনাল লাইব্রেরি হচ্ছে দেশের সকল গ্রন্থের কপিরাইট সংরক্ষণকারী। কৃষি ও গবেষণার সম্প্রসারণের জন্যও রয়েছে অনেক গ্রন্থাগার। এসব লাইব্রেরিতে কৃষিবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক, সাময়িকী ও জার্নাল রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গ্রন্থাগার, চিকিত্সাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাগার, গবেষণা ও প্রশিক্ষণসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ইত্যাদি। প্রায় সব সরকারি মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও অধিদপ্তরের রয়েছে নিজস্ব গ্রন্থাগার। ঢাকায় অবস্থিত লাইব্রেরিগুলো দেশের অন্য জায়গায় অবস্থিত লাইব্রেরি থেকে বেশি সমৃদ্ধ। এর একটি কারণ হতে পারে যে, বাংলাদেশে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রটা রাজধানীকেন্দ্রিক। ঢাকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থাগার হলো - **বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার :** এই লাইব্রেরিটা আগারগাঁওয়ের শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত এবং এটি সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এই গ্রন্থাগারের বইয়ের সংগ্রহ সংখ্যা পাঁচ লেখেরও বেশি। এর মধ্যে পঠনযোগ্য বইয়ের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। এখানে ৫৫টি বাংলা দৈনিক, ১৮০টি সাময়িকী এবং ৬টি ইংরেজি দৈনিক ও ৩০টি সাময়িকী পাঠকের জন্য পরিবেশিত হয়। **সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার :** এই লাইব্রেরিটি শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের পাশে অবস্থিত। এটি পাবলিক লাইব্রেরি নামেই পরিচিত। ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এই গ্রন্থাকারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে রয়েছে সাধারণ পাঠকক্ষ, বিজ্ঞানকক্ষ, রেফারেন্স কক্ষ ও শিশু-কিশোর পাঠকক্ষ। **মহানগর পাঠাগার (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) :** এই লাইব্রেরিটি গুলিস্তানের বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে অবস্থিত। এটি ১৯৮৭ সালের ২৭ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লাইব্রেরি দুভাগে বিভক্ত। একটি পুস্তক শাখা ও অন্যটি পেপার শাখা। **ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি :** রাজধানী ঢাকা তো বটেই পুরো বাংলাদেশেই যে কয়টি বড় ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি আছে তার মধ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি অন্যতম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে অবস্থিত। **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** 'আলোকিত মানুষ চাই' এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরিতে আছে প্রায় পাঁচ লাখ বই। এর অন্যতম শাখা হলো ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি। **এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ লাইব্রেরি :** এই লাইব্রেরি ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার বই নিয়ে এই লাইব্রেরিটি অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। এ দেশের হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতির ওপর রচিত বইয়ের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে এখানে। **অলিয়ঁস ফ্রঁসেজ লাইব্রেরি :** ফ্রেঞ্চ ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অলিয়ঁস ফ্রঁসেজ

নামের প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ সালে। প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরই, অর্থাত্ ১৯৬৩ সালে ফরাসি দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই লাইব্রেরিটি ধানমন্ডির চার নম্বর সড়কে (মিরপুর রোডের পাশে) অবস্থিত।**বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) লাইব্রেরি :** এই লাইব্রেরিটি সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের বইয়ে সমৃদ্ধ একটি বিশেষ লাইব্রেরি। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে। এটি ঢাকার প্রেসক্লাবে অবস্থিত।